95

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 15 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাংবাদিক সম্মেলন

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ছাত্রছাত্রীসহ দেশবাসীর প্রতি আহ্বান

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেছেন, '৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৯০ সাল পর্যন্ত সকল জাতীয় আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করেছে। ছাত্র-শিক্ষকের এই মধুর সম্পর্ককে নষ্ট করার জন্য একটি অপশক্তি উঠেপড়ে লেগেছে। আজ সম্মিলিতভাবে এই অপশক্তিকে আমাদের রুখতে হবে।

রবিবার বিকাল ৫টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিক। এ-সময় উপস্থিত ছিলেন ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শাহাদত আলী, সহ-সভাপতি অধ্যাপক নিজামউদ্দীন, ডঃ এম এ আজিজ, অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক কে এ এম সা'দ উদ্দীন, ডঃ এস এম ইনামুল হক, ডঃ জেড এন তাহমিদা বেগম প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির প্রতিটি সদস্য যেখানে সমিতির গঠনতন্ত্রের ঘোষণাপত্র অনুযায়ী দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্য-আদর্শ ও লক্ষ্য সর্বদা সমুন্নত রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ সেখানে ডঃ এম এরশাদুল বারীর অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে পীড়িত ও উদ্বিগ্ন করে তোলে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক গুলিবিদ্ধ হওয়া, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ওপর উপর্যুপরি হামলা এবং সে বিভাগের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিকের কক্ষ ভাংচুর, শিক্ষক লাউঞ্জ আক্রমণ, ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরীর বুকে পিস্তল ঠেকানো ও বেশ কয়েকজন সম্মানিত শিক্ষককে নাম ধরে গালাগালি ও হুমকি দেয়ার যে ঘটনা সেদিন প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটালো তা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ঐতিহ্যকে শুধু ম্লানই করেনি বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষুণ্ন করেছে ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীসহ সকল শিক্ষকের জীবন নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে।

শিক্ষক সমিতি নেতৃবৃন্দ ৪ আগস্টের ঘটনার সময় পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারের নিকট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রেখেছে। দাবিসমূহ গৃহীত না হলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদেরকে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে হবে। নেতৃবৃন্দ ৪ আগস্টের ঘটনার জন্য একজন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানান। সর্বোপরি শিক্ষক সমিতি নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান-মর্যাদা-খ্যাতি ও ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক সমাজ ও সর্বোপরি দেশবাসীর প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানান।